তারিখ ..... 7 MAY 2017
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...১...

দৈনিক
ইত্তেফাক

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এসএসসির ফল

সম্প্রতি দেশে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এখন চলিতেছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেই সূত্রে ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম হইয়াছে এইভাবে— 'গ্রামের শিক্ষার্থীরা এবারও পিছিয়ে'। গ্রামের শিক্ষার্থীরা বরাবরই শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় পশ্চাৎপদ, ইহা কোনো নূতন কথা নহে। ইহার কারণ বহুবিধ। তবে গ্রামও এখন আর গ্রাম নাই। গত কয়েক দশকে গ্রামাঞ্চলে যেমন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হইয়াছে, তেমনি তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এক বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তরও ঘটিয়াছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাহাদের উন্নতি দৃশ্যমান। এইবারের এসএসসির ফলাফলে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরের স্কুলগুলোতে পাসের হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। সেখানে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও শরীয়তপুরে এই হার যথাক্রমে ৭৮ দশমিক শূন্য চার, ৭৯ দশমিক ৭৮ ও ৭৮ দশমিক ৫০ শতাংশ। অন্যদিকে সিলেট মহানগরীতে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৭২ শতাংশ হইলেও মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে এই হার ৭৪ দশমিক ৩১ ও ৭৬ দশমিক ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ পার্থক্য ২০ শতাংশও নহে। তবে অন্যান্য জেলায় এই হার কমবেশি হইতে পারে।

দেখা যাইতেছে, গ্রামের শিক্ষার্থীরা খুব একটা খারাপ রেজাল্ট করে নাই। তাহা ছাড়া তাহারা যেসব শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে আজও বাণিজ্যিক মনোভাব খুব একটা বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে তাহারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় যদিও এই ব্যাপারে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নাই আমাদের হাতে। এখন তাহারা শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কেন খারাপ ফল করিতেছে তাহা বিবেচ্য বিষয়। প্রথমত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব যেমন প্রকট, তেমনি শিক্ষকের সংখ্যাও কম। শহরের শিক্ষার্থীদের ভালো ফল এখন শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টার (যেমন বাসায় টিউটর রাখা বা কোচিংয়ে ভর্তি করা, ভালো ফলের জন্য লাগিয়া থাকা ইত্যাদি) ওপর অধিক নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত গ্রামের স্কুলগুলিতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব আরো বেশি। বাংলার শিক্ষককে বাধ্য হইয়া ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়েও পাঠদান করিতে হয়। ফলে এইসব বিষয়ে সার্বিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়াটা অস্বাভাবিক নহে। যেমন—এবার কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে গণিতে ৩৫ হাজার এবং ইংরেজিতে ২৬ হাজার শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হইয়াছে যাহা ফল বিপর্যয়ে ইন্ধন জোগাইয়াছে। তৃতীয়ত সৃজনশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে না পারা, পরীক্ষা পদ্ধতি বার বার পরিবর্তনের কারণে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়া বা শিক্ষকদের এই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করাও অন্যতম বড় সমস্যা। চতুর্থত গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির কথা অনেকের অজানা নহে। ইহা বর্তমানে হ্রাস পাইয়াছে, তবে আগের জের ঠিকই রহিয়াছে। সর্বোপরি গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য অভিভাবকদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করিবার সক্ষমতাও কম।

গ্রামে-গঞ্জেই দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। তাই ফলাফলে কিংবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকা উচিত নহে। ইহা যতই কমিয়া আসিবে, ততই দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হইবে। এইজন্য এইসব স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষাগত আধুনিক অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ ও তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হইবে। এইজন্য উন্নতমানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং এই ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই।